দৈনিক খবর

তারিখ ..28 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

শিক্ষা উপকরণের মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেরপুর জেলায় শিক্ষার্থীদের হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ যেমন লেখার কাগজ, কালি, কলম, বই এবং ক্লাসের বেতন ও বিভিন্ন বিষয়ে ফি-এর হার বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। এক সহযোগী পত্রিকায় সম্প্রতি এ সম্পর্কিত যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, গত বছর যে কাগজের মূল্য ছিলো দিস্তা প্রতি ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা এবার বাজারে তা ১২ টাকা থেকে ১৪ টাকায় এসে ঠেকেছে। গত বছর যে নোট বই বিক্রি হয়েছে ২০ টাকায় এবার তার দাম উঠেছে ৭৫ টাকা। স্কুলের বেতনের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। গত বছর যে স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে বেতন ছিলো ১৪ টাকা এবার তা ২৫ টাকায় উঠেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ যেখানে সরকারী স্কুলে সর্বমোট ৩৭০ টাকা পাওনা দাঁড়ায়, সেখানে এই জেলার বিভিন্ন বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১ হাজার ১৯০ টাকা থেকে ১ হাজার ৯শ' টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। এসব নানা কারণে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে উক্ত খবরে উল্লেখ করাহয়েছে।

শিক্ষার্থীদের হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করে উপরোক্ত সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা যে কেবল শেরপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমনটা ভাবার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সমস্যাটি আসলে গোটা দেশেরই সমস্যা। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে, একই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে দেশের অন্যান্য জেলার ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমবর্ধমান হারে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই অত্যন্ত দরিদ্র বিধায় শিক্ষা গ্রহণের প্রতি প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারছে না শুধু একটা কারণেই আর তা হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচের পরিধি যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সেই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি।

শুধু মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রেই যে স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে তা নয়, তার চেয়েও সম্ভবতঃ জটিল অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে এসে বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রায় অভিন্ন সমস্যার কারণে এক পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী এ দেশের বিপুলসংখ্যক শিশুই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সম্পর্কিত খবরা-খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এক সহযোগী পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, কুমিল্লা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৪শ' ৯১ জন। তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৫ লাখ ৫৬ হাজার ২শ' ৪ জন। বাকী ১ লাখ ১২ হাজার ২শ' ৮৭ জন শিশু বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় না। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থা যে কেবল কুমিল্লা জেলায় তা নয়, দেশের অনেক এলাকাতেই এ অবস্থা বিরাজমান। শুধু তাই নয়, আমাদের হাতে এমন তথ্যও রয়েছে যে, অনেক বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় যে পরিমাণ শিশুর নাম পাওয়া যায়, বাস্তব ক্ষেত্রে উপস্থিতি তার চেয়ে অনেক কম। কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন থানার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর স্কুলে গিয়ে নাকি দেখা গেছে, হাজিরা খাতায় যে সংখ্যক শিশুর নাম রয়েছে তার মাত্র ১৫ শতাংশ স্কুলে উপস্থিত। এমনি অবস্থা যে অন্য জেলাগুলোতেও বিদ্যমান নয় সেই গ্যারান্টি কে দেবে?

অথচ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা দেশব্যাপী প্রচার করেছেন। ১৯৯১-এর জানুয়ারী থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে কোন কথা উঠলেই সরকার তার কৃতিত্ব জাহির করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কথা বলে থাকেন। এ ছাড়া তারা আরেকটি দৃষ্টান্ত খাড়া করেন, তা হলো- চলতি অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দের বিষয়। এসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সরকার বোঝাতে চান যে, শিক্ষার উন্নতিকল্পে তারা অনেক কিছুই করছেন যা পূর্ববর্তী কোন সরকারই করেনি। কিন্তু সরকারের এহেন দাবীর সাথে বাস্তবের মিল যে খুব সামান্যই তা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন খবরের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এসব খবরের সূত্র ধরে বলা যায়, সরকার শিক্ষার প্রশ্নে কথায় যতটা আন্তরিক, কাজে ততটা আন্তরিক নন। সরকার নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং বেতন ও বিভিন্ন ফি'র হার বৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে- এ কথাও নিশ্চয়ই সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। আবার এমন অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলোর ঘরে ছাদ নেই, বেড়া নেই, বসার মত বেঞ্চ নেই। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে- সে কথা সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। কেননা, এসব সমস্যার কথা জানিয়ে প্রায় প্রতিনিয়তই খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এর ওপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসবের কোন প্রতিকার হচ্ছে না। তা হলে কি করে সরকার দাবী করতে পারেন যে, শিক্ষার জন্য তারা অনেক কিছুই করেছেন?

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'- এ কথা শুধু স্বীকার করলেই চলবে না, শিক্ষার উন্নতিকল্পে বাস্তব সমস্যাগুলো দূর করার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতাই আমাদের সকল প্রকার সমস্যার মূল কারণ। আর তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল প্রকার সমস্যা দূর করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের উন্নতি লাভের ভিন্ন কোন পথ খোলা নেই- এ কথা আমাদের আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।